সৃজনশীল + বহুনির্বাচনী (সিকিউ+এমসিকিউ) নোট

বাংলা ১ম পত্র | **গদ্য** | **জীবন বিনিময়**

Prepared by: MIRZA MINHAZ AZIZ TUNUR

১। শেষের কবিতা কোন ধরনের রচনা?

ক. কাব্যগ্রন্থ খ. প্রবন্ধ গ. উপন্যাস ঘ. নাটক

২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতার নাম কী?

ক. দ্বারকানাথ ঠাকুর খ. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর গ. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩। রবীনন্দ্রনাথ ঠাকুর কোথায় মৃত্যুবরণ করেন?

ক. ঢাকায় খ. পতিসরে গ. ঝিনাইদহে ঘ, কলকাতায়

৪। বাণীকণ্ঠ সুভাকে বেশি ভালোবাসতেন কেন?

ক. ছোট সন্তান বলে খ. প্রতিবন্ধী হওয়ায় গ. সবার দুশ্চিন্তা কারণে ঘ. সে আপনাকে গোপন করতো বলে

৫। রবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর চোখের ভাষাকে বলেছেন

ক. স্বচ্ছ আকাশ খ. উদয়াস্ত সূর্য গ. ঘূর্ণায়ন চন্দ্রালোক ঘ. সুবিস্তীর্ণ রৌদ্র

৬। মুক শব্দের অর্থ কী?

ক. কথা খ. বধির গ. মুখমন্ডল ঘ ভাষা

৭। প্রতাপ সুভাকে সু বলে ডাকার মধ্যে দিয়ে কী প্রকাশ পেত?

ক. শাসন খ, অবহেল গ. আদর ঘ. কর্তৃত্ব

৮। সুভার ভাষার অভাব পুরণ করে দেয় কে?

ক. প্রতাপ খ. প্রকৃতি গ. পোষাপ্রাণী ঘ. বাণীকণ্ঠ

৯। সুভা কোথায় বসে প্রতাপেরমাছ ধরা দেখতো

ক. কাঠাল তলায় খ. তেতুল তলায় গ. খেয়া ঘাটে ঘ. কলার বাগানে

১০। সুভার মা সুভার প্রতি বিরক্ত ছিলেন কেন?

ক.প্রতিবন্ধী হওয়ায় খ. কথা না শোনায় গ. অলস হওয়ায় ঘ. বাবার আদারের হওয়ায়

১১। আমাকে সবাই ভুলিলে বাচি সুভার এরুপ মনোভাবের কারণ কী?

ক. সবার অবহেলা খ. নিজের প্রতিবন্ধকতা গ. মায়ের অবহেলা ঘ. প্রতাপের উপেক্ষা

১২। বাক্য হীন মানুষের মধ্যে বৃহৎ প্রকৃতির মতোকী আছে?

ক. বিজন মহত্ত্ব খ.. নদীর কলধ্বনি গ. সুবিস্তীর্ণ রৌদ্র ঘ. বিজন মূর্তি

১৩। নৌকাই মাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষন করতো কোনটিকে?

ক. দুই ধারের লোকালয় খ. স্রোতস্বিনী নদী গ. তরুচ্ছায় উচ্চ তট ঘ. বাণীককণ্ঠের গার্হস্থ্য সচ্ছলতা

১৪। সাধারণ বালক বালিকার সুভাবে ভয় করতো কেন?

ক. সুভার নীরবতার জন্য খ.সুভার অহংকারের জন্য গ. সুভা কথা বলত না বলে ঘ. সমবসীর সাথে না মেশায়

১৫। সুভা গল্পটি কোন ভাষারীতির লিখিত?

ক. সাধু খ. চলিত গ. প্রমিত ঘ. আঞ্চলিক

১৬। সুভানদীতীরে কখন অ াসে?

ক. যখন তখন খ. মা বকা দিয়ে গ. মন খারাপ থাকলে ঘ. কাজকর্মের অবসরে

১৭। সজন জগৎ কখন বিজন মূর্তি ধারণ করতো?

ক. মধ্যাহ্নে খ. অপরাহ্নে গ. সায়াহ্নে ঘ. প্রভাতে

১৮। সুভা দিনের মধ্যে নিয়মিত গোয়াল ঘরে কতবার যেত?

ক. এক খ. দুই গ. তিন ঘ. চার

১৯। গাভী দুটি সুভাকে কীভাবে সান্ত্বনা দিতো?

ক. গা চেটে খ. পা চেটে গ. বাহুতে শিং ঘষে ঘ. হাম্বার রব করে

২০। প্রতাপের প্রধান শখ

ক. নদীতে সাতার কাটা খ. বনে বাদারে ঘুরে বেড়াতো গ. ছিপ ফেলে মাছ ধরা ঘ. বিড়ালশাবক পোষা

২১। সুভা বিধাতার কাছে আলৌকিক ক্ষমতা প্রার্থনা করতো কেন?

ক. প্রতাপের বিস্ময় জাগাতে খ. প্রতাপকে ভয় দেখাতে

গ. প্রতাপের কল্যাণ করতে ঘ. প্রতাপের মন জয় করতে

২২। সমাজের লোকেরা বানীকণ্ঠকে একঘর করতে চায় কেন?

ক. কসুভার বিয়ে না দেওয়ায় খ. সুভা নিজের মতো ঘুরে বেড়ানোর কারণে

গ. প্রতাপের সাথে কথা বলার কারণে ঘ. সুভার বিয়ের বয়স পার হওয়ায়

২৩। সুভা গল্পটির রবীন্দ্রনাথের কোন গ্রন্থ থেকে সংকলিত?

ক. চোখের বালি খ. ঘরে বাইওে গ. যোগাযোগ ঘ. গল্পচ্ছু

২৪। সুভা কোথায় মুক্তির আনন্দ পায়

ক. প্রকৃতির কাছে খ. অবলা প্রাণীর কাছে গ. প্রতাপের কাছেঘ. বাবার কাছে

২৫। গন্ডদেশ শব্দের অর্থ কী?

ক. কপাল খ. গাল গ. ভিন্নদেশ ঘ. পিঠ

২৬। দুই বেলাই মাছ ভাত খায় এ কথার দ্বারা বাণীকণ্ঠে কোন অবস্থাকে বোঝানো হয়েছে?

ক. পারিবারিক সচ্ছলতা খ. ভোজনরসিকতা গ. অতিথিপরায়ণতা ঘ. সন্তান বাৎসল্য

২৭। বাণীকণ্ঠ চরিত্রে প্রকাশ পেয়েছে

i. অপত্যস্নেহ

ii.দায়িত্বশীলতা

iii.আভিজাত্য

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii (খ) i ও iii গ. ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২৮। প্রতাপ চরিত্রে প্রকাশ পেয়েছে-

i. উদাসীনতা

ii.দায়িত্বহীনতা

iii.পরোপকারিতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ.ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২৯। লেখক প্রতাপকে বলেছেন-

i. গৃহ সম্পর্কহীন সরকারিবাগান

ii.অকর্মণ্য সরকারি লোক

iii.সরকারি সম্পত্তি

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩০। সুভা নিজেকে গোপন করে রাখতে কারণ

i. সে নিজেকে বিধাতার অভিশাপ্ত মনে করায়

ii.সকলে তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দুশ্চিনতা প্রকাশ করায়

iii.তার মা তাকে নিজের ত্রটিস্বরুপ দেখায়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩১। বিজন মুর্তি বলতে বোঝানো হয়েছে

i. বিমূর্ত ধারণাকে

ii.নির্জন প্রকৃতিকে

iii.নিস্তব্ধ অবস্থাকে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক.i ও ii খi ও iii গ. ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩২। ছোট নদীর সাথে সুভার তুলনার কারণ

i. সীমাবদ্ধ চলাচল

ii.পরোপকারে নিযুক্ত

iii.আনন্দ প্রকাশে স্বাচ্ছন্দ্য

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ.i, ii ও iii

৩৩। আমাকে সবাই ভুলিলে বাচি সুভার এরুপ মনোভাবের কারণ

i. সবার অবহেলা

ii.নিজের প্রতিবন্ধকতা

iii.মায়ের অবহেলা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক.i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ .i, ii ও iii

৩৪। সুভাকে সু ডাকার মধ্যদিয়ে প্রকাশ পেত প্রতাপের

i. তাচ্ছিল্য ii.আদর iii.কর্তৃত্ব

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩৫। বাক্যহীন মানুষের মধ্যে বৃহৎ প্রকৃতির মতো আছে

i. বিজন মহত্ত্ব

ii.বিজন মূর্তি

iii.বিজন পরিবেশ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘi, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ু এবং ৩৬ ও ৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাওঃ

সেই জন্যই কলিকতার গলিতে ঐ গরাদের ফাক দিয়া নির্বাক আকাশের সঙ্গে তাহার নির্বাক মনের কথা হয়।

৩৬। উদ্দীপকের সাথে ভাবগত মিল আছে কোন বাক্যের?

ক. একটি বোবা প্রকৃতি এবং একটি বোরা মেয়ে মুখামুখি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত

খ. সে নির্জন দ্বিপ্রহেরর মতো শব্দহীন এবংসঙ্গীহীন

গ. এই বাক্যহীন মনুষ্যের মধ্যে বৃহৎ প্রকৃতির মতো একটি বিজন মহত্ত্ব আছে

ঘ. শব্দাতীত নক্ষত্রগুলোক পর্যন্ত কেবল ইঙ্গিত ভঙ্গি সংগীত

৩৭। এরুপ মিলের কারণৎ

i. একাতিত্ত্ব

ii. অভিমান

iii. প্রকৃতি প্রীতি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ু এবং ৩৮ ও ৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাওঃ

ফটিক গোটাকতক কাশ উৎপাটন করিয়া লাইয়া একটা অর্ধ নৌকায় গুলাইয়ের উপর চড়িয়া বসিয়া চুপচাপ করিয়া কাশের গোড়া চিবাইতে লাগিল।

৩৮। উদ্দীপকের ফটিকের ভাব সুভা গল্পের প্রতাপের কোন দিকটি নিদের্শ করে?

ক. প্রকৃতি প্রীতি খ. অকর্মণ্যতা গ. উদাসীনতা ঘ. বন্ধু বাৎসল্য

৩৯। উক্ত দিককিটর কারণে প্রতাপকে বলা হয়েছে?

i. সরকারি লোক

ii.সরকারি বাগান

iii. সুবিস্তীর্ণ রৌদ্র

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪০। সুভার ভাষার অভাব পূরণ করে-

i. প্রকৃতি ii.বাল্যসখীরা iii.প্রতাপ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ.i, ii ও iii

৪১। 'তন্বী' শব্দের অর্থ কী?

ক. বৃহৎ দেহ খ. ক্ষীণ দেহ গ. তিরস্কার ঘ. পুনরায়

৪২।সুভা বিধাতার কাছে অলৌকিক ক্ষমতা প্রার্থনা করত-

i. প্রতাপের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্যে

ii. মায়ের বিরক্তি দূর করার জন্যে

iii. বাক্‌শক্তি ফিরে যাওয়ার জন্যে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪৩। সুভা মুক্তির আনন্দ কোথায় খুঁজে পায়?

ক. স্বচ্ছ ও আকাশের সৌন্দর্যে খ. বিপুল নির্বাক প্রকৃতিতে গ. সর্বশী ও পাঙ্গুলির স্পর্শে ঘ. প্রতাপের সঙ্গে সময় কাটিয়ে

৪৪। 'পিতামাতার নীরব হৃদয়ভার' বলতে 'সুভা' গল্পে মা-বাবার হৃদয়ের কোনটিকে বোঝানো হয়েছে?

ক. মমতা খ. ভালোবাসা গ. ব্যাকুলতা ঘ. দুশ্চিন্তা

উত্তর মালা

১	গ	২	খ	৩	ঘ	৪	খ	৫	ক
৬	খ	৭	গ	৮	খ	৯	খ	১০	ক
১১	খ	১২	ক	১৩	ঘ	১৪	ক	১৫	ক
১৬	ঘ	১৭	ক	১৮	গ	১৯	গ	২০	গ
২১	ক	২২	ঘ	২৩	ঘ	২৪	ক	২৫	খ
২৬	ক	২৭	ক	২৮	ক	২৯	ঘ	৩০	ক
৩১	গ	৩২	ঘ	৩৩	ক	৩৪	গ	৩৫	খ
৩৬	ক	৩৭	খ	৩৮	খ	৩৯	ক	৪০	ক
৪১	খ	৪২	ক	৪৩	খ	৪৪	ঘ		

প্রশ্ন – ০১ দুই পুত্র সন্তানের পর কন্যা সন্তান পলাশ বাবুর পরিবারে আনন্দের বন্যা বয়ে নিয়ে এলো; নাম রাখা হলো 'কল্যাণী সকলের চোখের মণি কল্যাণী বেড়ে ওঠার সাথে সাথে পলাশবাবু বুঝতে পারলেন বয়সের তুলনায় কল্যাণীর মানসিক বিকাশ ঘটে নি। কিছু বললে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে। কল্যাণীর বিয়ের কথাবার্তা চলছে। পলাশ বাবু কল্যাণীর সবই বরপক্ষকে খুলে বললেন। সব শুনে বরের বাবা সুবোধ বাবু বললেন, 'পলাশ বাবু কল্যাণীর মতো আমার ছেলেও তো হতে পারত, কাজেই কল্যাণী মা'কে ঘরে নিতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই।'

ক. সুভার গ্রামের নাম কী?
খ. পিতা-মাতার নীরব হৃদয়ভার'- কথাটির দ্বারা লেখক কী বোঝাতে চেয়েছেন?
গ. উদ্দীপকের প্রথম অংশের বক্তব্যে কল্যাণী ও সুভার যে বিশেষ দিকটির সঙ্গতি দেখানো হয়েছে- তা ব্যাখ্যা করো।
ঘ. কল্যাণী ও সুভা একই পরিস্থিতির শিকার হলেও উভয়ের প্রেক্ষাপট ও পরিণতি ভিন্ন-বিশ্লেষণ করো।

১ নং প্রশ্নের উত্তর ক

সুভার গ্রামের নাম চন্ডীপুর।

১ নং প্রশ্নের উত্তর খ

'পিতা-মাতার নীরব হৃদয়ভার' কথাটির দ্বারা লেখক প্রতিবন্ধী মেয়ে সুভার বিবাহ নিয়ে পিতা-মাতার উদ্বেগের কথা বোঝাতে চেয়েছেন।

সুভার বড় দুই বোনের বিয়ে হয়ে গেলেও তার বিয়ে হচ্ছে না। কারণ সুভা বাকপ্রতিবন্ধী। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতামাতা তাই সভার বিয়ে নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েন। প্রতিবন্ধী মেয়েকে কেমন করে বিয়ে দেবেন এই দুর্ভাবনা তাঁদের হৃদয়ে পাথরের মতো চেপে বসে।

১ নং প্রশ্নের উত্তর গ

উদ্দীপকের প্রথম অংশের বক্তব্যে কল্যাণী ও সুভার প্রতিবন্ধিতা শিকারের সঙ্গতি দেখানো হয়েছে।

জন্ম-মৃত্যু সবই সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে। জন্মের পর থেকেই দেখা যায় কিছু কিছু মানুষ প্রতিবন্ধিতার শিকার হয়। এসব প্রতিবন্ধিদের নিয়ে সমাজের মানুষ অবহেলা ও অবজ্ঞা করে থাকে। মানসিকভাবে তারা নিজেকে খুব ছোট ভাবে এবং হীনমন্যতায় ভোগে। যা উদ্দীপকের কল্যাণী ও গল্পের সুভার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে লক্ষ করা যায়।বাকপ্রতিবন্ধী একটি কিশোরীর প্রতি মমত্ববোধ প্রকাশিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'সভা' গল্পে। স্বাভাবিকভাবে জন্মালেও নিয়তি সুভাকে একজন বাক্‌প্রতিবন্ধী মানুষরূপে গড়ে তোলে।

উদ্দীপকের কল্যাণীর ক্ষেত্রে এই মিল লক্ষণীয়। উদ্দীপকের কল্যাণীও সুভার মতোই পরিবারে বয়ে নিয়ে এসেছিল আনন্দের বার্তা। কিন্তু বয়স বাড়ার সাথে সাথে তার মানসিক বিকাশ পরিপূর্ণভাবে ঘটে না। অর্থাৎ কল্যাণী সমাজে বড় হয় বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী হিসেবে। প্রতিবন্ধিতাই উদ্দীপকের কল্যাণী ও 'সুভা' গল্পের সুভার মধ্যে অসঙ্গতি দেখা যায়। তারা দু'জনই সমাজের আর দশজন স্বাভাবিক মানুষের মতো জীবনযাপন করতে পারে নি।

১ নং প্রশ্নের উত্তর ঘ

বাস্তবতাটি ইতিবাচক। কল্যাণী ও সুভা একই পরিস্থিতির শিকার হলেও গল্পের সুভার দুঃখজনক জীবন বাস্তবতার বিপরীতে উদ্দীপকের কল্যাণী ও সুভা দু'জনই প্রতিবন্ধিতার শিকার হলেও দু'জনের পরিণতি ভিন্ন। সমাজ-সংসার কল্যাণীর অনুকূলে আর সুভার প্রতিকূলে কাজ করেছে। একজন প্রতিবন্ধী হওয়া সত্ত্বেও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে অন্যজন, বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে নি।

'সুভা' গল্পের সুভা জন্ম থেকে বাকপ্রতিবন্ধী। বাক্‌প্রতিবন্ধী হলেও তার অনুভূতিপ্রবণ হৃদয়ে ভালোবাসার অভাব ছিল না। প্রতিবন্ধী হওয়ার কারণে সুভাকে কেউ বিয়ে করতে রাজি হয় নি। লোকনিন্দার ভয়ে তাই সুভার পরিবার গ্রাম ছেড়ে শহরে পাড়ি জমানোর সিদ্ধান্ত নেয়। উদ্দীপকের কল্যাণী একজন মানসিক প্রতিবন্ধী।

'সুভা' গল্পে আমরা কিশোরী সুভার নানারকম মানসিক অনুভূতির পরিচয় পেলেও মানসিক প্রতিবন্ধী হওয়ায় কল্যাণীর পক্ষে তা সম্ভব ছিল না। এরপরও কল্যাণীকে ঘরের বউ করে নিতে আপত্তি করেন নি শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সুবোধ বাবু।উদ্দীপকের কল্যাণী ও 'সুভা' গল্পের সুভার প্রেক্ষাপট এক নয়। দুজনের প্রতিবন্ধকতা দু ধরনের। জীবনের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতেও রয়েছে ভিন্নতা।

তবে সুভাকে কেউ সহানুভূতির চোখে না দেখলেও কল্যাণীর প্রতি সদয় আচরণ করেছেন সুবোধ বাবু। কল্যাণীকে নিজের ছেলের বউ করে নিতে আপত্তি করেন নি তিনি। কল্যাণীর প্রতি তার হবু শ্বশুরের মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিই সুভার সাথে কল্যাণীর পার্থক্য সৃষ্টি করেছে। কল্যাণীর প্রতি মানবিক আচরণ করা হলেও সুভা ও তার পরিবারকে বরণ করতে হয়েছে বেদনাদায়ক পরিণতি । তাই যৌক্তিক কারণেই বলা যায় যে, তারা উভয়ে প্রতিবন্ধিতার শিকার হলেও তাদের প্রেক্ষাপট ও পরিণতি ভিন্ন।

প্রশ্ন ০২ শিলা দেখতে যেমন সুন্দরী, তেমনি বুদ্ধিতে প্রখর। কিন্তু জন্ম থেকেই সে বাক-প্রতিবন্ধী। কথা না বললেও সব কথা বুঝতে পারে সে। সে যখন বাইরে আসে প্রতিবেশী ছেলে মেয়েরা তাকে বিরক্ত করে। বড়রাও আড়ালে আবডালে তাকে নিয়ে কুৎসা রটনা করে। এতে শিলা খুব কষ্ট পায় তাই মানুষের সামনে সে যেতে ভয় পায়। মায়ের কাছেও সে প্রশ্রয় পায় না মা বিরক্ত হয়। এভাবে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে একটু একটু করে সবার কাছ থেকে নিজেকে আড়াল করে নেয়।

ক. কে সুভার মর্যাদা বুঝত?
খ. সুভা নিজেকে বিধাতার অভিশাপ মনে করত কেন?
গ. উদ্দীপকে শিলার যে সংবেদনশীলতার পরিচয় পাওয়া যায় তার প্রতিফলন ব্যাখ্যা করো।
ঘ. সুভা ও শিলার মত বাক-প্রতিবন্ধীদের জন্য আমাদের কী দায়িত্ব রয়েছে? বিশ্লেষণসহ মতামত দাও।

২ নং প্রশ্নের উত্তর ক

প্রতাপ সুভার মর্যাদা বুঝত।

২ নং প্রশ্নের উত্তর খ

প্রতিবন্ধীতার কারণে সুভাকে নিয়ে তার পরিবারের লোকজন বড়ই উদ্বেগ ছিল বলে সুভা নিজেকে বিধাতার অভিশাপ মনে করত।

সুভা কথা বলতে না পারলেও বাইরের জগতের সবকিছু সে অনুভব করত। সুভার এ ধরনের অনুভূতি প্রখরতার পরিচয় না জেনে অনেকেই তাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করত। ছোটবেলা থেকেই পরিবার ও বাইরের

জগতের মানুষের কাছে বিরূপ আচরণের শিকার হতে হতে সে নিজেকে বিধাতার অভিশাপ ভাবতে শুরু করে।

২ নং প্রশ্নের উত্তর গ

উদ্দীপকে শিলার যে সংবেদনশীলতার পরিচয় পাওয়া যায় সুভার মাঝে সে নিজেকে আড়াল করার মাধ্যমে তার প্রতিফলন ঘটেছে। সংবেদনশীলতা হলো এক ধরনের অনুভূতির প্রখরতা। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনায় কষ্ট পাওয়া, আনন্দে উদ্বেগ হওয়া সংবেদনশীল মানুষের • বৈশিষ্ট্য।

সাধারণত শৈশবকাল থেকেই মানুষের মাঝে আস্তে আস্তে এই বৈশিষ্ট্যটি বিস্তার লাভ করতে থাকে 'সুভা'। গল্পের সুভা ও শিলার মধ্যে এমনি সংবেদনশীল মনোভাব লক্ষ করা যায় । উদ্দীপকের শিলা জন্ম থেকেই বাক্ প্রতিবন্ধী। কিন্তু সে প্রতিবন্ধী হলেও দেখতে খুবই সুন্দরী এবং বুদ্ধিতে প্রখর। কথা বলতে না পারলেও সে সবকিছু অনুভব করতে পারে।

তার এই প্রতিবন্ধীতার কারণে প্রতিবেশী ছেলেমেয়েরা ও তার গর্ভধারিণী মা বিরক্ত এবং তারা তার নামে নানা ধরনের কুৎসা রটনা করে। এসব কারণে শিলা ভীষণ কষ্ট পায় এবং নিজেকে সবার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। 'সুভা' গল্পের সুভার মাঝে ও এমনি সংবেদনশীলতার পরিচয় পাওয়া পায়। প্রতিবন্ধী সুভাও বুঝতে পারে তাকে নিয়ে তার পরিবার চিন্তিত। বাইরের লোকজন বিরক্ত, তাই সে নিজেকে সবার থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। সুভা নিজে নিজে আলাদা একটি জগৎ তৈরি করেছে এবং সেই জগতের মাঝে নিজেকে ব্যস্ত রাখে। সে আশা করে, সবাই যেন তাকে ভুলে থাকে। তাই সঙ্গত কারণেই বলা যায়, উদ্দীপকের শিলার মাঝে যে সংবেদনশীলতা তা সুভার মাঝেও পরিলক্ষিত হয়।

২ নং প্রশ্নের উত্তর ঘ

সুভা ও শিলার মতো বাক-প্রতিবন্ধীদের জন্য আমাদের উপযুক্ত সমাজ তৈরি করতে হবে, যাতে তারা সুষ্ঠু বিকাশের সুযোগ পায়। প্রতিবন্ধীরা এখন আর আমাদের সমাজের বোঝা নয়। তাদেরকে উপযুক্ত সুযোগ দিলেও তারা এ দেশসেবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সমর্থ হবে।

এজন্য পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের উচিৎ সুবিধা বঞ্চিত এসব শিশুদের উপযুক্তভাবে গড়ে তোলা । উদ্দীপকের শিলা একজন প্রতিবন্ধী। সে যথেষ্ট মেধাবিনী ও অনুভূতিশীল কিশোরী। প্রতিবন্ধিতার কারণে সে পরিবার ও প্রবিবেশিদের কাছে বোঝা। তাকে নিয়ে সবাই কুৎসা রটনা করে। তাই শিলা নিজেকে সবার কাছ থেকে আড়াল করে রাখে।

'সুভা' গল্পের সুভার ক্ষেত্রেও এক ঘটনার অবতারণা লক্ষ করা যায়। সেও পরিবার ও সমাজ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখে। কারণ সে বুঝতে পারে সবার কাছে সে অবাঞ্ছিত । উদ্দীপকের শিলা ও 'সুভা' গল্পের সুভা উভয়ের ক্ষেত্রেই আমরা লক্ষ করি তার সমাজে বিকৃত ও অসভ্য মানুষের নিষ্ঠুর আচরণের শিকার। কিন্তু সমাজের মানুষের বোঝা উচিৎ যে, এরা আমাদেরই কারো না কারো স্বজন।

এদের বিবেক, বুদ্ধি, মেধা যথেষ্ট। শুধু উপযুক্ত পরিবেশের অভাবে তারা বিকশিত হতে পারে না। উপযুক্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও যত্ন নিয়ে তারাও দেশের মূল্যবান সম্পদে পরিণত হবে। প্রতিবন্ধীদের রয়েছে অনুভূতির এক জগৎ। সেই জগৎকে আমাদের বুঝতে হবে এবং শ্রদ্ধা করতে হবে। তাদেরকে মানুষ হিসেবে মূল্যায়ন করতে হবে।

প্রশ্ন ০৩ বাবু একজন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী কিশোর। পরিবারের অনেকে তাকে 'কানা' মনে করে তার প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করে। বাবু নিজেকে বড় একা মনে করে। সংসারে সে যেন একটা জীবন্ত অভিশাপ। নিজের মাও তাকে তিরস্কার, গঞ্জনা করতে ছাড়ে না। কিন্তু বাবা মাহমুদ সাহেব বাবুকে খুব ভালোবাসেন। তাকে সারাক্ষণ আগলে রাখার চেষ্টা করেন। তার অনুভূতিগুলো বোঝার চেষ্টা করেন।

ক. কিশলয় শব্দের অর্থ কী?
খ. গোসাইদের ছোট ছেলেটির পরিচয় দাও।
গ. উদ্দীপকের বাবু 'সুভা' গল্পের যে চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে, তা ব্যাখ্যা করো।
ঘ. "উদ্দীপকের মাহমুদ সাহেব 'সুভা' গল্পের বাণীকন্ঠেরই প্রতিরূপ"- উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ করো।

৩ নং প্রশ্নের উত্তর ক

'কিশলয়' শব্দের অর্থ গাছের নতুন পাতা।

৩ নং প্রশ্নের উত্তর খ

গোসাইদের ছোট ছেলেটির নাম প্রতাপ।

যে নিতান্তই অকর্মণ্য। সে সংসারের কোনো কাজ করে না। তার দ্বারা সংসারের কোনো উন্নতি হবে এ আশা ভরসা তার বাবা-মা একেবারেই ছেড়ে দিয়েছেন। তবে প্রতাপের একটা শখ ছিলো, তা হলো ছিপ ফেলে মাছ ধরা। অপরাহে তাকে প্রায়ই এই কাজ করতে দেখা যেত। সুভার সঙ্গে তার বেশ সখ্যতা গড়ে ওঠেছিল। তার মধ্যে ছিল আবেগ, অনুভূতি ও ভালোবাসার মতো হৃদয় ।

৩ নং প্রশ্নের উত্তর গ

শারীরিক প্রতিবন্ধিতা ও সমাজ সংসারে বিড়ম্বনার শিকারের দিক হতে উদ্দীপকের বাবু 'সুভা' গল্পের সুভা চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে। আমাদের সমাজে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুরা পরিবার, সমাজ ও সংসারে নানাভাবে অবহেলা ও বিড়ম্বনার শিকার হয়। কিন্তু সমাজ সচেতন মানুষদের ভাবতে হবে এ পরিস্থিতির জন্য তারা নিজেরা কখনো দায়ী নয়।

তাই বিবেকহীন মানুষের মতো তাদের নিয়ে কখনো তাচ্ছিল্য ও উপহাস করা উচিৎ নয়। উদ্দীপকের বাবু দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী এক কিশোর। পরিবারের লোকজন তার এই অবস্থাকে ভালো চোখে দেখে নি। এমনকি তার নিজের মাও বাবুকে নিয়ে অবহেলা করেছে। একমাত্র বাবা ব্যতীত সবাই তাকে তিরস্কার গঞ্জনা করেছে এবং তার প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করেছে।

বাবুর মতোই 'সুভা' গল্পের সুভাও জন্ম থেকেই বাকশক্তিহীন বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন এক কিশোরী। তাই সকলের *অবহেলার শিকার সে। এমনকি তার মা পর্যন্ত তার ওপর বিরক্ত। নিজের প্রতি সকলের এমন বৈরী মনোভাব সে বুঝতে পেরে সব সময় নিজেকে সে পরিবার ও সমাজ থেকে গুটিয়ে রাখে । এ দিক বিবেচনায় তাই বলা যায়, শারীরিক প্রতিবন্ধিতার শিকার হওয়ার দিক থেকে উদ্দীপকের বাবু 'সুভা' গল্পের সুভা চরিত্রটির প্রতিনিধিত্ব করে।

৩ নং প্রশ্নের উত্তর ঘ

প্রশ্নোক্ত উক্তিটি যথার্থ। প্রত্যেক বাবাই তার সন্তানকে ভালোবাসে। সন্তান যতই কুৎসিত, খারাপ, প্রতিবন্ধী হোক না কেন বাবা তাকে অনাদর, অবহেলা করে না। সন্তানের জন্য বাবার থাকে প্রাণভরা আশীর্বাদ ও

ভালোবাসা। বিশেষ করে যারা একটু দুষ্টু প্রকৃতির ও শারীরিক দিক দিয়ে প্রতিবন্ধী তাদের প্রতি বাবার খেয়াল থাকে একটু বেশি।

যা উদ্দীপকের 'সুভা' গল্পের বাবু ও সুভার বাবার মধ্যে লক্ষ করা যায় । উদ্দীপকের বাবু একজন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী কিশোর। পরিবারের সবাই তাকে অবহেলা-অনাদর করে। এমনকি বাবুর গর্ভধারিণী মাও তাকে তিরস্কার গঞ্জনা করেন। কিন্তু বাবুর বাবা বাবুকে খুব ভালোবাসেন। তাকে সারাক্ষণ আগলে রাখেন। তার অনুভূতিগুলো বোঝার চেষ্টা করেন। 'সুভা' গল্পের সুভাও সমাজের বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন এক কিশোরী।

বাবা ছাড়া পরিবারের সবাই তাকে বোঝা মনে করেন । সুভার মা সুভাবে নিজের গর্ভের কলঙ্ক হিসেবে জ্ঞান করলেও বাবা তাকে অন্যদের থেকে একটু বেশিই ভালোবাসা দেয় । 'সুভা' গল্পের সুভার বাবা সুভাকে অত্যন্ত ভালোবাসেন।

পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা সুভাকে নিয়ে নানা কটুকথা বললেও বাবা সুভাকে নিয়ে কোনো ধরনের তিরস্কার বা ঠাট্টা করে নি বরং সুভা যাতে সমাজের আর দশজন মানুষের মতো বাঁচতে পারে সেদিকে অনুপ্রেরণা দিয়েছে। উদ্দীপকের বাবুর বাবার ক্ষেত্রেও একই ধরনের মানসিকতা লক্ষ করা যায়। বাবুকে নিয়ে যেখানে সংসারের সবাই অবহেলা করেছে সেখানে মাহমুদ সাহেব সন্তানকে বেশি ভালোবাসা দিয়েছেন। সন্তানের যাতে কোনো ধরনের ক্ষতি না হয় সেদিকে খেয়াল দিয়েছেন। তাই সঙ্গত কারণেই বলা যায় যে, উদ্দীপকের মাহমুদ সাহেব 'সুভা' গল্পের বাণীকণ্ঠেরই প্রতিরূপ।

প্রশ্ন । ০৪। সাবিনা ও শাকিলের সুখের সংসার। ঘরে তাদের দুই পুত্র সন্তান। স্বামী-স্ত্রীর খুব শখ একটা কন্যা সন্তানের। বছর দুয়েক পর তাদের ঘরে ফর্সা ফুটফুটে এক কন্যা সন্তান জন্ম নেয়। সাবিনার কী যে আনন্দ! কিন্তু দশবছর বয়সেও মেয়েটি সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। সাবিনার বুঝতে বাকি থাকেনা মেয়ে প্রত্যাশা প্রতিবন্ধী। মেয়ের এ অবস্থায় সাবিনার দুশ্চিন্তার সীমা থাকে না, সে ভাবে এ তার পাপের ফসল । ভবিষ্যতে মেয়েকে পাত্রস্থ করবে কীভাবে এ ভাবনায় নানা উদ্বেগের সাথে তার দিন কাটে।

ক. 'সুভা' গল্পটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন গ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে?
খ. সুভা নিজেকে সর্বদা গোপন রাখার চেষ্টা করত কেন?
গ. উদ্দীপকের প্রত্যাশা চরিত্রটি 'সুভা' গল্পের কোন চরিত্রের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. শারীরিক প্রতিবন্ধী সন্তানকে ঘিরে সুভার মায়ের দৃষ্টিভঙ্গি ও সাবিনার দুশ্চিন্তার বিষয়টি বর্তমান সমাজ প্রেক্ষাপটের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

৪ নং প্রশ্নের উত্তর ক

'সুভা' গল্পটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গল্পগুচ্ছ' থেকে সংকলিত হয়েছে।

৪ নং প্রশ্নের উত্তর খ

প্রতিবন্ধী সুভা বুঝতে পারে সমাজ-সংসার তাকে বোঝা মনে করে তাই সব সময় সে নিজেকে গোপন রাখার চেষ্টা করত।

সুভা বোবা ছিল বলে তার ভবিষ্যৎ নিয়ে সবাই দুশ্চিন্তায় ছিল। কথা না বলতে পারলেও তার মধ্যে যে এক ধরনের অনুভূতি শক্তি আছে এ কথাটি কেউ ভাবত না। শিশুকাল থেকেই সুভা বুঝে গিয়েছিল যে, সংসারে সে কারো কাছেই সুদৃষ্টিপ্রাপ্ত নয় । এর ফলে তার ভেতরে এক ধরনের হীনমন্যতা তৈরি হয়েছিল । তাই সে নিজেকে সবার কাছ থেকে আড়াল করে রাখার চেষ্টা করত।

৪ নং প্রশ্নের উত্তর গ

অবহেলা ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্নতার দিক থেকে প্রত্যাশা ও সুভার মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। প্রতিবন্ধীরা সমাজে অন্যান্য মানুষের মত স্বাভাবিক জীবন-যাপন করতে পারে না। তারা সব সময় নিজেকে গুটিয়ে রাখে এবং এক হীনমন্যতায় ভোগে। পরিবারও কোনো কোনো সময় তাদের সঙ্গে রূঢ় আচরণ করে থাকে।

বিশেষত প্রতিবন্ধী সন্তানের মা তার প্রতিবন্ধী সন্তানকে নিয়ে বড় দুশ্চিন্তায় ভোগেন। যা উদ্দীপকের প্রত্যাশা ও 'সুভা' গল্পের সুভার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। 'সুভা' গল্পের সুভা বাক্‌শক্তিহীন এক গ্রাম্য কিশোরী। বাকশক্তিহীন হওয়ার কারণে মা তার জন্মকে গর্ভের কলঙ্ক হিসেবে ধরে নেয়।

পারিবারিক ও সামাজিকভাবে সবাই তার ভবিষ্যত সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা পোষণ করে। সবার কাছ থেকে অবহেলা পেয়ে সুভা এক সময় নিজেকে গুটিয়ে নেয়। উদ্দীপকের প্রত্যাশা মেয়েটিও শারীরিক প্রতিবন্ধী হওয়ায় ব্যক্তিগতভাবে দুঃখী। তার মাও মেয়ের এ অবস্থার কারণে বিরক্ত। প্রত্যাশার মা সন্তানকে পাপের ফল মনে করেন এবং তার বিয়ের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন থাকেন। এসব দিক থেকে প্রত্যাশা চরিত্রের সঙ্গে 'সুভা' গল্পের সুভা চরিত্রটি সাদৃশ্যপূর্ণ।

৪ নং প্রশ্নের উত্তর ঘ

শারীরিক প্রতিবন্ধী মেয়ে সুভাকে নিয়ে তার মায়ের দৃষ্টিভঙ্গি ও সাবিনার দুশ্চিন্তার বিষয়টি বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটের আলোকে অনেকাংশে যুক্তিহীন।

প্রতিবন্ধী হওয়া ব্যক্তি মানুষের কোনো দোষ নয়, এটি প্রকৃতিগত। প্রতিবন্ধিতা সামাজিক সমস্যা হলেও পূর্বের মতো এখন আর অতটা সমস্যা নয়। পরিবার, ব্যক্তি, সমাজ ও সরকার এ ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন এবং কঠোরভাবে তাদের প্রতি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। উদ্দীপকে বর্ণিত সাবিনার দুশ্চিন্তার কারণ তার মেয়ের ভবিষ্যৎ। সাবিনার মেয়ের প্রতিবন্ধিতায় বিরক্ত হয় এবং এ অবস্থাকে নিজের পাপের ফসল বলে মনে করে।

একই ধরনের মনোভাব লক্ষণীয় 'সুভা' গল্পে বর্ণিত সুভার মায়ের মাঝে। সুভা বাক্‌প্রতিবন্ধী কিশোরী হবার কারণে সে সমাজে যেমন অবহেলিত ছিল তেমনি তার মায়ের কাছেও ছিল অনাদৃত। সুভার জন্মকে তার মা নিজের গর্ভের কলঙ্ক মনে করে। অর্থাৎ সুভার ক্ষেত্রে তার মায়ের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অত্যন্ত সংকীর্ণ।

কিন্তু বর্তমান সমাজের প্রেক্ষাপটে এ ধরনের মনোভাব অনেকাংশে অযৌক্তিক। কারণ সরকার প্রতিবন্ধিদের পক্ষে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। শারীরিক প্রতিবন্ধকতা বর্তমান সময়েও অন্যতম সামাজিক সমস্যা হিসেবে বিবেচিত। কিন্তু এখন শারীরিক প্রতিবন্ধীরা যাতে অবহেলার শিকার না হয় সে ব্যাপারে নানা ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিবন্ধিতার জন্য মানুষ নিজে দায়ী নয়। তাই শারীরিক প্রতিবন্ধকতার বিচারে কাউকে মূল্যায়ন করা অযৌক্তিক। উপরন্তু শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বর্তমান

সময়ে প্রতিবন্ধীরা এই প্রতিকূলতাকে কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করছে। তাই বলা যায়, আধুনিক সময়ের প্রেক্ষাপটে উদ্দীপকের সাবিনার বা 'সুভা' গল্পের সুভার মায়ের দৃষ্টিভঙ্গি যথার্থ নয়।

প্রশ্ন ৫ দশম শ্রেণির ছাত্র মাহফুজ যথেষ্ট মেধাবী। কিন্তু তার একটি পা খোঁড়া। ক্র্যাচে ভর দিয়ে স্কুলে যায়। মাহফুজের বাবা রোজ স্কুলের গেটে তাকে দিয়ে আসেন আবার ছুটির সময় এসে নিয়ে যান। বাবা মাহফুজকে খুব ভালোবাসেন; তার সব বায়না মিটিয়ে দেন। স্কুলের শিক্ষকগণ ও ছাত্ররা তাকে সহযোগিতা করে। আবার কেউ কেউ খোঁড়া বলে বিরক্ত করে। তখন তার মন খারাপ হয়ে যায়। বাবা তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে 'তুমি অনেক বড় হয়ে সবাইকে বুঝিয়ে দেবে জীবনে সফল হবার ক্ষেত্রে পঙ্গু হওয়াটা কোনো বাধা নয়।

ক. প্রতাপ সুভাকে কী বলে ডাকত?
খ. মা সুভাকে নিজের গর্ভের কলঙ্ক মনে করত কেন?
গ. উদ্দীপকের ভাববস্তু 'সুভা' গল্পের কোন দিক নির্দেশ করে-ব্যাখ্যা করো।
ঘ. উদ্দীপকের মাহফুজের বাবা কী গল্পের সুভার বাবার সম্পূর্ণ প্রতিনিধিত্ব করে? তোমার সপক্ষে যুক্তি দাও।

৫ নং প্রশ্নের উত্তর ক

প্রতাপ সুভাকে 'সু' বলে ডাকত।

৫ নং প্রশ্নের উত্তর খ

সুভা প্রতিবন্ধী, তাই তার মা তাকে নিজের গর্ভের কলঙ্ক মনে করত।

বাক্‌প্রতিবন্ধী সুভার কথা বলার ক্ষমতা নেই বলে সে সবার কাছে মূল্যহীন ও অপ্রয়োজনীয়। মায়েরা সন্তানদের সব সময়ই নিজের একটা অংশ মনে করে। পুত্র সন্তানের চেয়ে কন্যা সন্তানের ক্ষেত্রে তাদের এ বোধটি আরও প্রবল হয়ে থাকে। মেয়ে প্রতিবন্ধী হওয়ার জন্য সুভার মা নিজেকেই দায়ী বলে ভাবত। তাই সুভাকে সে গর্ভের কলঙ্ক মনে করত এবং তার ওপর বিরক্তিবোধ করত।

৫ নং প্রশ্নের উত্তর গ

উদ্দীপকের ভাববস্তু 'সুভা' গল্পের সন্তানের প্রতি বাবার সহানুভূতি ও স্নেহের দিক নির্দেশ করে। প্রত্যেক সন্তানই তার বাবার কাছে প্রিয়। বাবা তার হৃদয় নিংড়ানো সমস্ত ভালোবাসা উজাড় করে সন্তানকে ভালোবাসেন। প্রতিবন্ধী সন্তানের ক্ষেত্রে বাবারা স্বাভাবিক সন্তানের চেয়ে বেশি যত্নশীল। সন্তানকে সাহস ও মনোবল জোগানোর জন্য বাবা অনন্য ভূমিকা পালন করে থাকেন। যা উদ্দীপকের ভাববস্তু ও গল্পের ভাববস্তুতে ফুটে উঠেছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, মাহফুজ প্রতিবন্ধী হওয়ায় তার বাবা তার প্রতি খুবই সহানুভূতিশীল। তার একটি পা খোঁড়া হওয়ায় তার বাবা প্রতিদিন ক্র্যাচে করে মাহফুজকে স্কুলে পৌঁছে দেয়। স্কুলের কেউ কেউ তাকে খোঁড়া বলে বিরক্ত করলে তার বাবা তাকে সান্ত্বনা দেয়। সন্তানকে সে কখনো অবহেলা করে না।

উদ্দীপকের মাহফুজের বাবার মতো 'সুভা' গল্পের সুভার বাবাও সুভার প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল। সুভার মা সুভাকে নানা কটুকথা বললেও তার বাবা তাকে অত্যন্ত ভালোবাসেন। কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত

ভালোবাসা পাওয়ার দাবি রাখলেও সুভা ও মাহফুজ তাদের প্রত্যাশিত ভালোবাসা পায় নি। সমাজের কাছে দু'জনই বোঝা ও অভিশাপ হিসেবে গণ্য হয়েছে।

৫ নং প্রশ্নের উত্তর ঘ

পিতৃসুলভ মমত্ববোধের প্রকাশে উদ্দীপকের মাহফুজের বাবা ও 'সুভা' গল্পের সুভার বাবার মাঝে মিল থাকলেও সন্তানকে অনুপ্রেরণা জোগানোর দিক থেকে সুভার বাবা মাহফুজের বাবার সম্পূর্ণ প্রতিনিধিত্ব করে না ।

পৃথিবীর প্রত্যেক বাবাই তার সন্তানকে ভালোবাসেন। সন্তান যতই কুৎসিত, দুষ্টু, প্রতিবন্ধী হোক না কেন সন্তানের জন্য বাবার থাকে প্রাণভরা আশীর্বাদ ও ভালোবাসা। বিশেষ করে প্রতিবন্ধী সন্তানের প্রতি বাবাদের খেয়াল থাকে অন্যরকম। যা মাহফুজের বাবা ও সুভার বাবার মধ্যে লক্ষণীয়।

'সুভা' গল্পের সুভা সমাজের বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন এক কিশোরী। বাবা ব্যতীত সবাই তাকে বোঝা মনে করে এবং ছোটবেলা থেকেই তাকে এ মনোভাবটির সাথে পরিচিত হতে হয়। সুভার মা তাকে নিজের গর্ভের কলঙ্ক হিসেবে জ্ঞান করলেও বাবা তাকে অন্যদের থেকে বেশি ভালোবাসা দেয়।

তবে সমাজবাস্তবতার প্রতিকূলতা মোকাবিলার ক্ষেত্রে অসহায়ত্বের পরিচয় দেয় সে। উদ্দীপকের মাহফুজের ক্ষেত্রে তার খোঁড়া পা স্বাভাবিক জীবনযাপনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়ায়। অনেকের ঠাট্টা-বিদ্রুপের শিকার হলেও তার মনোবল বজায় রাখতে বাবা তাকে উৎসাহ দেয় এবং সার্বিক সহায়তা করে। তাকে বড় হবার স্বপ্ন দেখায়। সুভার ক্ষেত্রেও তার বাবার ভালোবাসার দিকটি দেখা গেছে। কিন্তু প্রেক্ষাপটগত ভিন্নতার কারণে তার মাঝে আমরা ভিন্ন ধরনের আচরণ লক্ষ করি। উদ্দীপকের মাহফুজের বাবা ও গল্পের সুভার বাবা দুজনেই নিজ নিজ সন্তানকে গভীরভাবে ভালোবাসেন। কিন্তু উদ্দীপকের মাহফুজের বাবা সন্তানের মাঝে প্রতিবন্ধকতা জয়ের জন্য মানসিক শক্তি জোগান।

তাকে লেখাপড়া শিখিয়ে আদর্শ মানুষে পরিণত করার স্বপ্ন দেখেন। এর বিপরীতে সুভার বাবা মেয়েকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় ভোগেন। লোকলজ্জার ভয়ে মেয়েকে বিয়ে দিতে কলকাতায় যাওয়ার উদ্যোগ নেন। ফলে মাহফুজ প্রতিবন্ধী হলেও যেমন সুন্দর জীবনের স্বপ্ন দেখতে পারে তেমন সৌভাগ্য হয় না সুভার। সুভার জন্য তার বাবা এমনভাবে অনুপ্রেরণাদাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারেন নি বলেই উদ্দীপকের মাহফুজের বাবা ও সুভার বাবা চরিত্রটি সম্পূর্ণরূপে একই ধারায় প্রবাহিত হয় নি.। তাই এসব বিবেচনায় বলা যায়, উদ্দীপকের মাহফুজের বাবা 'সুভা' গল্পের সুভার বাবার সম্পূর্ণ প্রতিনিধিত্ব করে না।

প্রশ্ন ০৬ জুঁই ফুটফুটে এক শিশু, কিন্তু জন্ম থেকেই সে বাকপ্রতিবন্ধী। কথা না বললেও সব বুঝতে পারে সে। জুইয়ের অন্তর্দৃষ্টি খুবই প্রখর। সে যখন বাড়ির বাইরে আসে প্রতিবেশী ছেলেমেয়েরা তাকে বিরক্ত করে। জুঁই এ্যা এ্যা বলে চিৎকার করে। সবাই এতে আরও মজা পায়। বড়রাও তাকে এভাবে বিরক্ত করে। জুঁই এতে খুব কষ্ট পায়; মানুষের সামনে যেতে ভয় পায়। সে অন্য শিশুদের মতো বাঁচতে চায়, কিন্তু প্রতিবন্ধিতার কারণে তা পারে না।

ক কে সুভার মর্যাদা বুঝত?
খ. সুভাকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হলো কেন?
গ. উদ্দীপকের জুঁই 'সুভা' গল্পের কোন চরিত্রের প্রতিনিধি? ব্যাখ্যা করো।
ঘ সুভা ও জুঁইয়ের মতো সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য আমাদের কী দায়িত্ব রয়েছে? বিশ্লেষণী মতামত দাও।

৬ নং প্রশ্নের উত্তর ক

প্রতাপ সুভার মর্যাদা বুঝত।

৬ নং প্রশ্নের উত্তর খ

লোকলজ্জার ভয় ও বিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে সুভাকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হলো।

সুভার বয়স ক্রমেই বেড়ে চলছিল। তৎকালীন সমাজে তার বয়সের মেয়েদের বিয়ে না হলে তা নিয়ে নিন্দা করা হতো। সুভা বাকপ্রতিবন্ধী হওয়ায় তাকে বিয়ে করতে রাজি হয় না কেউ। ফলে তার পরিবারকে নিয়ে সমালোচনা বাড়তে থাকে। উপরন্তু সুভার বাবা সচ্ছল গৃহস্থ হওয়ায় তার কিছু শত্রুও ছিল। তাদের প্ররোচনায় পরিবারটিকে একঘরে করা হবে বলেও গুজব ছড়ায়। এ কারণেই সুভাকে বিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হলো।

৬ নং প্রশ্নের উত্তর গ

শারীরিক প্রতিবন্ধকতা ও সমাজ-সংসারে বিভিন্ন বিড়ম্বনার শিকারের দিক থেকে উদ্দীপকের জুঁই 'সুভা' গল্পের সুভা চরিত্রের প্রতিনিধি। সমাজের অনেকেই বাকপ্রতিবন্ধীদের নিয়ে নানা রকম উপহাস করে। কিন্তু তাদের ভাবতে হবে এই পরিস্থিতির জন্য সে দায়ী নয়, বিবেকহীন মানুষের মতো তারা তাদের নিয়ে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে।

প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কটাক্ষ করা কোনো মানুষেরই কাম্য নয়। 'সুভা' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র সুভা। জন্ম থেকেই সে বাক্‌শক্তিহীন। তাই সে সকলের অবহেলার শিকার। এমনকি তার মা পর্যন্ত তার ওপর বিরক্ত। নিজের প্রতি সকলের এমন বিরূপ মনোভাব অনুধাবন করতে পারে সুভা। তাই নিজেকে সে অন্যদের থেকে সবসময় গুটিয়ে রাখে। উদ্দীপকে বর্ণিত জুঁইও সুভার মতোই বাক্‌প্রতিবন্ধী। শারীরিক ত্রুটির কারণে সবাই তাকে উপহাস করে।

মানুষ হিসেবে যথাযোগ্য মূল্যায়ন সে পায় না। তাই সে মানুষের সামনে নিজেকে প্রকাশ করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে না। নিজেকে সে খুব অসহায় বোধ করে। তাই এ দিক থেকে বলা যায়, শারীরিক প্রতিবন্ধিতা ও সমাজ-সংসারের বিড়ম্বনার দিক হতে উদ্দীপকের জুই 'সুভা' গল্পের সুভার সার্থক প্রতিনিধি।

৬ নং প্রশ্নের উত্তর ঘ

সুভা ও জুঁইদের মতো সুবিধাবঞ্চিতদের সুষ্ঠু বিকাশের জন্য উপযুক্ত সমাজ গঠনে ভূমিকা রাখা আমাদের সবার দায়িত্ব রয়েছে। প্রতিবন্ধীরা এখন আর সমাজ সংসারের বোঝা নয়। তাদের রয়েছে যথেষ্ট মেধা। এই মেধাকে জাগ্রত করতে পারলে তারা ও সমাজ ও দেশের নানা কাজে আসবে। তাই প্রতিবন্ধীদের সুষ্ঠু বিকাশের দায়িত্ব সবার।

'সুভা' গল্পে বর্ণিত সুভা বাক্‌শক্তিহীন এক গ্রাম্য কিশোরী। শারীরিক ত্রুটির কারণে সে সবার কাছে অবহেলার শিকার হয়। এমনকি নিজের মা-ও তাকে গর্ভের কলঙ্ক বলে মনে করে। সুভা বুঝতে পারে সবাই তাকে বোঝা বলে ধরে নিয়েছে। ফলে নিজেকে সবার কাছ থেকে আড়াল করে নীরবে যন্ত্রণায় ভোগে সে। উদ্দীপকে বর্ণিত জুঁইয়ের জীবনও প্রতিবন্ধকতার শিকার। জন্ম থেকেই সে বোবা। এ কারণে সে

সমবয়সীদের উপহাসের পাত্র। এক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকে না বিবেকহীন কিছু পূর্ণবয়স্ক মানুষও। সুন্দর জীবনের প্রত্যাশী জুঁইয়ের জীবন তাই আঁধারে ঢাকা।

গল্পের সুভা ও উদ্দীপকের জুঁই উভয়ের ক্ষেত্রেই আমরা মানুষের নিষ্ঠুর আচরণের স্বরূপ দেখতে পাই। কিন্তু আমাদের বোঝা উচিত যে, প্রতিবন্ধীরা সমাজের বোঝা নয়। সঠিক সুযোগ পেলে তারাও দেশের সম্পদে পরিণত হতে পারে। প্রতিবন্ধীদেরও রয়েছে নিজস্ব এক অনুভূতির জগৎ। সেই অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে হবে। মানুষ হিসেবে তাদের যথাযথ মূল্যায়ন করতে হবে। তাদের জন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এভাবে সবাই সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলে প্রতিবন্ধীরা নিজেদের প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হবে।

প্রশ্ন ০৭ অভাবের সংসার ধলা মিয়ার। সব কিছু হারিয়ে এখন একটি গাভীই তার শেষ সম্বল। সংসারের চাহিদা মেটাতে তিনি তার গাভীকে বিক্রির জন্য গোয়ালঘরে যান। তিনি দেখতে পান দশ বছরের বাকপ্রতিবন্ধী মেয়ে লতা গাভীর গলা জড়িয়ে ধরে অ্যাঁ অ্যাঁ করে কী যেন বলছে। ধলা মিয়া এ দৃশ্য দেখে অবাক হন এবং তাদের ভাষা বুঝতে পারেন। তাই তিনি গাভীকে বিক্রি না করার সিদ্ধান্ত নেন।

ক. সুভার বাবাকে সবাই কী নামে ডাকতে?
খ. সুভা কলকাতার যেতে চায় না কেন?
গ. উদ্দীপকের লতার সঙ্গে 'সুভা' গল্পের সুভার সাদৃশ্য নির্ণয় করো।
ঘ. 'উদ্দীপকের মূলভাব 'সুভা' গল্পের সমগ্র ভাবকে ধারণ করে না'—উক্তিটি বিশ্লেষণ করো।

৭ নং প্রশ্নের উত্তর ক

সুভার বাবাকে সবাই বাণীকন্ঠ নামে ডাকতো ।

৭ নং প্রশ্নের উত্তর খ

বাকপ্রতিবন্ধী সুভার মাঝে তার বাড়ির প্রতি রয়েছে গভীর মমত্ববোধ।

বাড়ির চারপাশের প্রকৃতির সাথে সে করে নিয়েছে মিতালি। বোবা হওয়ার কারণে তার তেমন কোনো বন্ধু নেই। গোয়ালের দুটি গাভী, ছাগল, বিড়ালশাবক আর মানবসমাজের অন্তর্ভুক্ত প্রতাপ তার নিত্য সহচর। এদেরকে ঝেড়ে কলকাতায় অনিশ্চয়তাভরা জীবনকে মেনে নিতে সায় দেয় না সুভার মন। এ সব কারণে সুভা কলকাতায় যেতে চায় না।

৭ নং প্রশ্নের উত্তর গ

গৃহপালিত পশুর সঙ্গে মনের ভাব আদান-প্রদানের দিক থেকে উদ্দীপকের লতার সঙ্গে 'সুভা' গল্পের সুভার সাদৃশ্য বিদ্যমান বাকপ্রতিবন্ধীরা কথা বলতে পারে না। তাই বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি ও ইশারা-ইঙ্গিতের মধ্যে দিয়ে তারা তাদের মনোভাব প্রকাশ করে থাকে।

মনুষ্যকুল তাদের এ ধরণের আচরণে বিব্রতবোধ করে। তাই এ ধরণের প্রতিবন্ধীরা অবোধ গৃহপালিত পশুদের সঙ্গে তাদের মিতালি করে থাকে। যা উদ্দীপকের লতা ও গল্পের সুভার মধ্যে লক্ষ করা যায়।'সুভা' গল্পে দেখা যায়, সুভার জগৎটা অন্যদের থেকে আলাদা। 'বাক্‌প্রতিবন্ধী হওয়ার কারণে তার কোনো বন্ধু নেই।

কেউ তার সাথে মেশে না বলেই তার সখ্যতা গড়ে উঠেছে গৃহপালিত প্রাণীর সাথে। বাক্‌প্রতিবন্ধী এ কিশোরীর বন্ধু দুটো গাভী। পুরো পৃথিবীতে যারা নিশ্‌চুপ তাদের কাছেই মুখর সুভা। উদ্দীপকের বর্ণিত লতাও গল্পের সুভার মতোই বাক্‌প্রতিবন্ধী। সুভার মতোই পশুর সাথে তার রয়েছে নিবিড় সখ্যতা। পোষা ছাগল দুটির কাছে সে মনের কথা বলে। তাদের বিক্রি করে দেওয়ার খবরে তার সু চোখ বেয়ে জল পড়ে। 'সুভা' গল্পেও আমরা দেখি গাভী দুটির সাথে সুভার গভীর মমত্বপূর্ণ সম্পর্কের স্বরূপ। এ দিকগুলোই উদ্দীপকের লতা ও গল্পের সুভার মাঝে যোগসূত্র স্থাপন করেছে।

৭ নং প্রশ্নের উত্তর ঘ

উদ্দীপকের মূলভাব পোষা প্রাণির প্রতি বাকপ্রতিবন্ধী লতার মমত্ববোধ 'সুভা' গল্পের সমগ্র ভাবকে ধারণ করে না- উক্তিটি যথাযথ। বাকপ্রতিবন্ধীরা সব সময় মানুষকে এড়িয়ে চলে। তারা তাদের হীনমন্যতার জন্য আলাদা একটি জগৎ তৈরি করে। সেই জগতের সঙ্গে তারা নিজেকে মানিয়ে নেয়। যা উদ্দীপকের লতা এবং গল্পের সুভার মধ্যে লক্ষ করা যায়।

সুভা গল্পে বাক্‌শক্তিহীন এক গ্রাম্য কিশোরীর মর্মন্তুদ জীবনবাস্তবতা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। বোবা হয়ে জন্মানোর কারণে সবার কাছে সে অবহেলিত। সবাই তাকে জ্ঞান করে বোঝা হিসেবে। তাই প্রকৃতির মাঝে সে খুঁজে নেয় নিরাপদ আশ্রয়। পোষা প্রাণীগুলোর সাথে গড়ে তোলে নিবিড় স্নেহ-মমতার সম্পর্ক।

কিন্তু প্রতিবেশীদের নিন্দার কারণে সুভাকে নিয়ে কলকাতায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় তার বাবা। ফলে চিরপরিচিত পরিবেশের সাথে সুভার বিচ্ছেদ সূচিত হয়। উদ্দীপকে বর্ণিত লতাও সুভার মতো প্রতিবন্ধিতার শিকার। পোষা গাভীটাকে সে খুব ভালোবাসে। কেবল তাদের সান্নিধ্যেই সে নিজেকে প্রকাশ করতে পারে।

তাই বাবা গাভীকে বিক্রি করতে চাইলে লতা মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে। এ দিকটি 'সুভা' গল্পের সমগ্র দিককে তুলে ধরে না। 'সুভা' গল্পে সুভা নামক মেয়েটির জীবনের নানা দিক উঠে এসেছে। সে কীভাবে পারিবারিক ও সামাজিক বঞ্চনার শিকার হয়েছে তা প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু উদ্দীপকে তেমন কোনো ঘটনার উল্লেখ নেই।সুভার সাথে প্রকৃতির নিবিড় সম্পর্কের যে চিত্র গল্পে ফুটে উঠেছে তেমন কোনো চিত্র উদ্দীপকে নেই। সুভার মতো নির্মম কোনো বাস্তবতা বরণ করে নিতে হয় নি উদ্দীপকের লতাকে। তাই সার্বিক বিবেচনায় বলা যায়, প্রশ্নোক্ত উক্তিটি যথাযথ হয়েছে।

প্রশ্ন ৮: সীমা পাল অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে। জন্ম থেকেই সে অন্ধ । মায়ের ইচ্ছে মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার, প্রতিবেশীরা নিন্দা করছে বিয়ে না দেওয়ায়। কিন্তু সীমার বাবা নিতাই এ কথা সহ্যই করতে পারে না। তার ইচ্ছে মেয়েকে অনেকদূর পর্যন্ত পড়াবে। পাড়াপ্রতিবেশীদের নিন্দা অপবাদের তোয়াক্কা সে করে না। সে জানে এটা মেয়েদের বিয়ের বয়স নয়। সে মনে মনে ভাবে তার অন্ধ মেয়েই একদিন জগৎ আলো করবে।

ক. কোন কাব্যের জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল পুরস্কার পান?
খ. মেয়েকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বাণীকন্ঠের কপোলে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল কেন?
গ. উদ্দীপকের নিতাই বাবুর সঙ্গে 'সুভা' গল্পের বাণীকণ্ঠের কী ধরনের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. 'বাণীকণ্ঠ যদি নিতাই বাবুর মতো মনোভাব পোষণ করত তবে সুভার পরিণতি অন্যরকম হতো' – উক্তিটির যথার্থতা যাচাই করো।

৮ নং প্রশ্নের উত্তর ক

'গীতাঞ্জলি' কাব্যের জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল পুরস্কার পান।

৮ নং প্রশ্নের উত্তর খ

মেয়ের প্রতি অসীম ভালোবাসার জন্য তাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বাণীকন্ঠের কপোলে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল ।

বাক্‌প্রতিবন্ধী সুভাকে কেউ ভালোবাসে না। এমনকি মা-ও তার ওপর এতটাই বিরক্ত যে, তিনি সুভাকে নিজের গর্ভের কলঙ্ক মনে করেন। কিন্তু সুভার বাবা বাণীকণ্ঠ ডাকে অন্য মেয়েদের তুলনায় বেশি স্নেহ করেন। তিনি বুঝতে পারেন নিজের বাড়ি ছেড়ে কলকাতায় যেতে সুভার অনেক কষ্ট হবে। মেয়ের বেদনায় নিজেও জর্জরিত হয়েছিলেন বলেই তাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বাণীকন্ঠের কপোল বেয়ে অশ্রু বারল।

৮ নং প্রশ্নের উত্তর গ'

সুভা' গল্পের বাণীকন্ঠের সাথে উদ্দীপকের নিতাই চরিত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দৃঢ়তার দিক থেকে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। পৃথিবীতে প্রত্যেক বাবাই তার সন্তানকে ভালোবাসেন। সমাজের কে কী বলল তা তোয়াক্কা না করে বাবা সন্তানকে শিক্ষিত করতে চান। বাবা মনে করেন প্রতিবন্ধীরাও মানুষ।

তাদেরকে উপযুক্ত করে গড়ে তুললে তারাও একদিন জগৎ আলো করবে। যা উদ্দীপকের নিতাই ও গল্পের বাণীকন্ঠের কাজকর্মে ও মন মানসিকতায় ফুটে উঠেছে। 'সুভা' গল্পে দেখা যায়, সুভা সমাজ ও পরিবারে কারো ভালোবাসা না পেলেও তার বাবা বাণীকন্ঠের অনেক ভালোবাসা পায়।

তার বিয়ের জন্য প্রতিবেশীরা এক সময় নিন্দা করতে শুরু করে এবং তাদেরকে একঘরে করে দেওয়ার ভয় দেখায়। বাণীকণ্ঠ তখন তাকে বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু উদ্দীপকের নিতাই তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে দৃঢ়তা দেখায়। সমাজের মানুষের অযাচিত সমালোচনার ভয়ে সে বিবেচনাবোধ হারিয়ে ফেলে নি। বরং কন্যার ভালোর জন্য যেটি প্রয়োজন তেমনটা করার পক্ষে অটল থাকে। চারিত্রিক এমন দৃঢ়তা প্রদর্শনের দিক থেকেই উদ্দীপকের নিতাই বাবু 'সুভা' গল্পের সুভার পিতা বাণীকন্ঠের চেয়ে আলাদা।

৮ নং প্রশ্নের উত্তর ঘ

বাণীকণ্ঠ যদি নিতাই বাবুর মতো মনোভাব পোষণ করত তবে সুভার পরিণতি অন্যরকম হতো'-উক্তিটির যথার্থতা যাচাই হলো:

বাণীকণ্ঠ যদি নিতাই বাবুর মতো দৃঢ় মানসিকতার অধিকারী হতো তবে সুভার জীবনের স্বাভাবিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হতো না। প্রত্যেক সন্তান তার প্রিয় বাবা-মায়ের কাছ থেকে জীবনাদর্শ ও সামনে এগিয়ে যাবার অনুপ্রেরণা পায়। এক্ষেত্রে বাবা-মাকে সন্তানকে নানাভাবে উদ্‌বুদ্ধ করতে হবে। সন্তানের মনোবল বাড়ানোর জন্য বাবা নানা কৌশল অবলম্বন করতে পারেন। যা আমরা উদ্দীপকের নিতাই বাবু ও 'সুভা' গল্পের সুভার বাবা বাণীকন্ঠের মধ্যে দেখতে পায়।

'সুভা' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র সুভা। জন্ম থেকেই বোবা সে। তাই সকলের কাছে সে পায় অবহেলা। এমনকি আপন মা-ও তাকে গর্ভের কলঙ্ক মনে করে। প্রকৃতির সাথে মিতালি করে সুভা গড়ে তোলে তার নিজস্ব ভালোলাগার জগৎ। কিন্তু নিষ্ঠুর সমাজের সংকীর্ণ আচরণ তার জীবনের সেই সৌন্দর্য কেড়ে নেয়। বাবা

বাণীকণ্ঠ সুভাকে খুব ভালোবাসলেও তাকে এমন পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করতে শক্ত ভূমিকা রাখতে পারে না। উদ্দীপকে বর্ণিত সীমা জন্মান্ধ। গল্পের সুভার মতোই সে সবার কাছ থেকে অবহেলার শিকার। গল্পের বাণীকন্ঠের মতোই সীমার বাবা নিতাই নিজের মেয়ের প্রতি স্নেহপরায়ণ। মেয়ের ভবিষ্যতের জন্য সে দৃঢ়চিত্তের পরিচয় দেয়। এমন মনোভাব প্রদর্শনে ব্যর্থ হওয়ায় বাণীকণ্ঠ নিজের মেয়েকে দুর্ভাগ্যজনক পরিণতির দিকে ঠেলে দেয়।

প্রতিবেশীদের নিন্দা সত্ত্বেও মনোবল হারায়নি উদ্দীপকের নিতাই। বরং মেয়ের ভবিষ্যৎ গড়ার বিষয়টিকেই মুখ্য মনে করেছেন। ফলে সীমা তার বাবার কাছ থেকে পেয়েছে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা। কিন্তু 'সুভা' গল্পে আমরা দেখি প্রতিবেশীদের নিন্দার কারণে ভীত হয়ে বাণীকণ্ঠ সুভাকে বিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে কলকাতায় নিয়ে যেতে চায়। সে যদি উদ্দীপকের নিতাইয়ের মতো দৃঢ়চেতা মনোভাবের অধিকারী হতো তবে মেয়ের ব্যাপারে এমন সিদ্ধান্ত নিত না। বরং মানুষের সমালোচনার প্রতিবাদ জানিয়ে মেয়ের সুষ্ঠুভাবে বেড়ে ওঠার জন্য যেমন প্রয়োজন তেমন ব্যবস্থা গ্রহণ করত। তা হলে সুভার পরিণতি এতটা করুণ হতো না। চিরপরিচিত পরিবেশের সাথে বিচ্ছেদের বেদনায় তাকে ভারাক্রান্ত হতে হতো না। এসব দিক বিবেচনায় তাই বলা যায়, প্রশ্নোক্ত উক্তিটি যথার্থ হয়েছে।

প্রশ্ন ৯: জবা শুধু বোবা নয়, ঈষৎ কালাও। অনেক চেঁচিয়ে বললে তবে শুনতে পায়। সব কথা শোনার দরকারও হয় না তার। নাড়া আর মুখের ভাব দেখেই সব বুঝতে পারে। এ ছাড়া তার আর একটি ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আছে যার সাহায্যে সে এমন সব জিনিস বুঝতে পারে, এমন সব জিনিস মনে মনে সৃষ্টি করে, সাধারণ বুদ্ধিতে যার মানে হয় না। জবার জগৎ চোখের জগৎ, দৃষ্টির ভিতর দিয়েই সৃষ্টিকে গ্রহণ করেছে সে। শুধু গ্রহণ করে নি, নতুন রূপে নতুন রং আরোপ করেছে তাতে।

ক. সুভার পুরো নাম কী?
খ. সুভার মুখে ভাষা না থাকলেও ভাবের স্ফুরণ ঘটেছে কীভাবে? বুঝিয়ে লেখো ।
গ.উদ্দীপকের জবার নিজস্ব জগৎটির সঙ্গে ভাষাহীন সুভার নিভৃত জগতের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করো।
ঘ. মুখের ভাব বৈ আজন্মকাল যাহার অন্য ভাষা নেই তাহার চোখের ভাষা অসীম উদার এবং অতলস্পর্শ গভীর'-সুভা পর্যবেক্ষণ উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

৯ নং প্রশ্নের উত্তর ক

সুভার পুরো নাম-সুভাষিণী।

৯ নং প্রশ্নের উত্তর খ

অতলস্পর্শ গভীর চোখের ভাষার প্রভাবে সুভার মুখে ভাষা না থাকলেও ভাবের স্ফুরণ ঘটেছে।

সুভাষিণী নাম হওয়া সত্ত্বেও সুভার মুখে ভাষা ছিল না। সে ছিল বাক্‌প্রতিবন্ধী। কিন্তু কালো গভীর চোখের ভাষা কখনো এতটাই উদার হয়ে ওঠে যে, মনের কথার ছায়া মুখেও ফেলে। সুভার ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল। মুখে ভাষা না থাকলেও কালো গভীর চোখ কখনো প্রসারিত কখনো মুদিত হয়ে, স্ফুরিত হয়ে উঠত তার মনের ভাব।

৯ নং প্রশ্নের উত্তর গ

উদ্দীপকে জবার নিজস্ব জগৎটি ভাষাহীন সুভার নিভৃত জগতেরই প্রতিচ্ছবি। ভাষাহীন মানুষ তার মনের নিভৃত কোণে ধারণ করে প্রকৃতির মতোই ভাষাহীন অথচ বিবিধ শব্দ ও বিচিত্র গতিময় এক জগৎ, যা নিভৃত মনের ভাবনাকে ভাষার মতোই প্রতিফলিত করে মুখে। একই সাথে সেই নিভৃত জগৎ যেন মানুষের নিজস্ব চেতনা ও বোধকে প্রতিফলিত করে। যা উদ্দীপকের জবা ও 'সুভা' গল্পের সুভার মাঝে ফুটে উঠেছে।

'সুভা' গল্পে সুভা তার মানসে ধারণ করত এক বিজন মহত্ত্ব। প্রকৃতি যেন সুভার হয়ে কথা বলত। আর সুভাও প্রকৃতির সেই নিস্তব্ধ গভীরতাকে নিজের মধ্যে ধারণ করে তৈরি করেছিল নিজস্ব এক জগৎ। সুভার নিভৃত জগতের মতোই নিজস্ব এক জগৎ উদ্দীপকের জবা ধারণ করত নিজের মাঝে।

দৃষ্টির ভেতর দিয়ে সৃষ্টিকে গ্রহণ করে তাতে যেন সে নতুন রং আরোপ করত। জবা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা এমন সব জিনিসকে ধারণ করত সাধারণভাবে যার কোনো মানে হয় না। গল্পের সুভাও নিজের মধ্যে ধারণ করত তেমনই নিভৃত এক জগৎ, যার পরিপ্রেক্ষিতে উদ্দীপকের জবার নিজস্ব জগৎ 'সুভা' গল্পের সুভার নিভৃত জগতের সাথে সম্পর্কিত ।

৯ নং প্রশ্নের উত্তর ঘ

মুখের ভাব বৈ আজন্মকাল যাহার অন্য ভাষা নাই তাহার চোখের ভাষা অসীম-উদার এবং অতলস্পর্শ গভীর। সুভা সম্পর্কে এই পর্যবেক্ষণ উদ্দীপকের জবার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিক।

অঙ্গহানি বা অন্য কোনো ধরনের শারীরিক সীমাবদ্ধতা কখনো কখনো সক্রিয় ইন্দ্রিয়সমূহের অনুভূতিকে তীব্র করে তোলে । প্রাকৃতিকভাবেই শারীরিক প্রতিবন্ধীরা সাধারণত অবশিষ্ট ইন্দ্রিয়ের ব্যবহারে অধিক পারদর্শী হয়ে থাকে। 'সুভা' গল্প এবং উদ্দীপকেও এর ব্যতিক্রম ঘটে নি।

উদ্দীপকে বর্ণিত বাক্ ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী মেয়ে জবা তার দৃষ্টিগ্রাহ্য জগতের মাঝেই আপন সীমারেখা টেনে নিয়েছে। দেখার জগৎকে সে বিস্তৃত করেছে আপন কল্পনা ও অনুভূতির প্রাবল্য দিয়ে। 'সুভা' গল্পের সুভার জগৎও সীমাবদ্ধ, তবে তা জবার চেয়ে খানিকটা বিস্তৃত, যেহেতু সে শ্রবণ প্রতিবন্ধী নয়।

জবার মতো সুভাও তার অন্তর্জগতে একা। পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গেও তার যোগাযোগের মাধ্যম মূলত দৃষ্টি ও শ্রবণ; এছাড়া আছে ভাষাহীন মুখের ভাব। সুভার ওষ্ঠে, মুখমণ্ডলে ভাব অতি গভীরভাবে ফুটে ওঠে। তার চোখের ভাষাও স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ। এসবের মধ্য দিয়ে বহির্জগতের সঙ্গে তার যোগাযোগ ঘটে।

উদ্দীপকের জবা যেমন দৃষ্টির ভিতর দিয়েই সৃষ্টিকে গ্রহণ করেছে, আলোচ্য গল্পের সুভাও তেমনি দৃষ্টিগ্রাহ্য জগতের সঙ্গে আন্তঃসম্পর্ক স্থাপন করেছে মুখের ভাব ও চোখের ভাষার মাধ্যমে। প্রশ্নোল্লিখিত পর্যবেক্ষণ এভাবেই উদ্দীপকের সাথে প্রাসঙ্গিকতা লাভ করেছে।

সুভা গল্পের সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর:

প্রশ্ন ১০ ফুটফুটে কিশোরী শিলা কথা বলতে পারে না। নানা অঙ্গ-ভঙ্গি ও ইশারা ইঙ্গিতে সে মনোভাব প্রকাশ করতে চায়। সবার মনের ভাষা সে বুঝতে পারে তার প্রখর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে। বাড়ির বাইরে বেরুলেই ছেলেমেয়েরা তাকে ভেংচি কাটে। সে দুর্বোধ্য চিৎকারে তাদেরকে নিবৃত্ত করতে চায়। ব্যর্থ হয়ে মায়ের কাছে এসে কান্না জুড়ে দেয়। বিরক্ত হয় মা। এভাবে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে একটু একটু করে সবার কাছ থেকে নিজেকে আড়াল করে নেয়। বেশিরভাগ সময় দরজা বন্ধ করে বিষণ্নমনে বসে থাকে।

ক. সুভার মা সুভাকে কীসের কলঙ্ক মনে করেন?
খ. সুভা নিজেকে বিধাতার অভিশাপ মনে করত কেন?
গ. উদ্দীপকে শিলার যে সংবেদনশীলতার পরিচয় পাওয়া যায় সুভার মধ্যে তার প্রতিফলন ঘটেছে, ব্যাখ্যা করো।
ঘ. 'শারীরিক প্রতিবন্ধকতা মানবিক অনুভূতির অন্তরায় নয়'—উদ্দীপক ও 'সুভা' গল্পের আলোকে উক্তিটি মূল্যায়ন করো।

১০ নং প্রশ্নের উত্তর ক

সুভার মা সুভাকে গর্ভের কলঙ্ক মনে করেন ।

১০ নং প্রশ্নের উত্তর খ

প্রতিবন্ধিতার কারণে সুভাকে নিয়ে পরিবার-পরিজনদের উদ্বেগ লক্ষ করেই সুভা নিজেকে বিধাতার অভিশাপ মনে করত।

সুড়া কথা বলতে না পারলেও অনুভব করতে পারত সব। এ ব্যাপারটি না বুঝে অনেকে সুভার সামনেই তার ভবিষ্যৎ নিয়ে নানাবিধ দুশ্চিন্তা প্রকাশ করত। ছোটবেলা থেকেই নিজের বিরূপ সমালোচনা শুনতে শুনতেই সুভা নিজেকে বিধাতার অভিশাপ মনে করা শুরু করে।

১০ নং প্রশ্নের উত্তর গ

উদ্দীপকে শিলার যে সংবেদনশীলতার পরিচয় পাওয়া যায় সুভার মাঝে নিজেকে অন্যদের কাছ থেকে আড়ালে রাখার মাধ্যমে তার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

সংবেদনশীলতা বলতে মানুষের অনুভূতির প্রখরতাকে বোঝায়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনায় কষ্ট পাওয়া, আনন্দে উদ্বেল হওয়া সংবেদনশীল মানুষের বৈশিষ্ট্য। সাধারণত শৈশব থেকেই এ বৈশিষ্ট্যটি মানুষের মধ্যে আস্তে আস্তে বিস্তার লাভ করতে থাকে। 'সুভা' গল্পে এরকম এক সংবেদনশীল কিশোরীর জীবনগাথাই চিত্রিত হয়েছে।

'সুভা' গল্পে বর্ণিত সুভা সংবেদনশীল এক প্রতিবন্ধী কিশোরী। পারিপার্শ্বিকতা থেকে নিজেই বুঝতে পারে যে, সে অবাঞ্ছিত। তাই সে নিজেকে অন্য সবার থেকে দূরে সরিয়ে নিজের মতো করে একটি জগৎ তৈরি করে। সেই জগতেই ব্যস্ত থাকে সুভা এবং মনে মনে আশা করে সবাই যেন তাকে ভুলে যায়। উদ্দীপকের শিলাও বাক্‌প্রতিবন্ধী এবং তীক্ষ্ণ অনুভূতিসম্পন্ন। সে নিজের প্রতিবন্ধিতা নিয়ে বাইরের পৃথিবীর সাথে খাপ খাওয়াতে না পেরে গুটিয়ে নেয় নিজেকে। বিচ্ছিন্ন-গৃহবন্দি জীবনযাপন করে সে। উদ্দীপকের শিলার এসব বৈশিষ্ট্যই 'সুভা' গল্পের সুভার মাঝে প্রতীয়মান। তাই নির্দ্বিধায় বলা যায়, উদ্দীপকের শিলা ও 'সুভা' গল্পের সুভা একই রকম সংবেদনশীল চরিত্র।

১০ নং প্রশ্নের উত্তর ঘ

উদ্দীপকের শিলা ও 'সুভা' গল্পের সুভা চরিত্রের বিশ্লেষণে বলা যায়, শারীরিক প্রতিবন্ধিতা কখনোই মানবিক অনুভূতির অন্তরায় নয়। বাক্‌প্রতিবন্ধীরাও আমাদের মতো মানুষ। তারা স্বভাবগত হীনমন্যতায় ভোগে এবং লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকার চেষ্টা করে।

কিন্তু আমরা যদি তাদেরকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে মূল্যায়ন করতে পারি তাহলে তারাও স্বাভাবিক মানুষের মতো আচরণ করবে। 'সুভা' গল্পে বর্ণিত সুভা বাকপ্রতিবন্ধী হলেও বেশ সংবেদনশীল। নিজের জন্মকে অভিশাপ ভেবে সে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নেয় অন্য সবার থেকে। মিতালি স্থাপন করে প্রকৃতি ও জীবজন্তুর সাথে।

মন খারাপ হলে সে চলে যায় মূক বন্ধুদের নিকট। নির্বাক প্রকৃতির সঙ্গে আপনার আনন্দের জগৎ তৈরি করে নেয়। উদ্দীপকের শিলা গল্পের সুভার মতোই বাক্‌প্রতিবন্ধী। সুভার মতো সেও সকলের অবহেলার শিকার। অন্যদের ভেংচিতে রেগে যায় শিলা। তারপর ধীরে ধীরে যখন বুঝতে শেখে সে অন্যদের থেকে আলাদা এবং অসহায় তখন নিজেকে গুটিয়ে নেয় বাইরের জগৎ থেকে।

উদ্দীপকের শিলা ও 'সুভা' গল্পের সুভা দুজনেই প্রতিবন্ধী। তবুও গল্প এবং উদ্দীপকের নানা জায়গায় সুভা ও শিলার মানবিক সংবেদনশীলতার উদাহরণ পাওয়া যায়। সুভা ও শিলা দুজনেই পারিপার্শ্বিকতার ওপর ক্ষোভে নিজেরাই নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নেয় পারিপার্শ্বিকতা থেকে। 'সুভা' গল্পে প্রকৃতি, জীবজন্তু ও প্রতাপকে নিয়ে সুভার মানবিক অনুভূতির স্বাভাবিকতা সুস্পষ্টভাবে লক্ষ করা যায়। শিলার ক্ষিপ্ত হওয়া এবং নিজেকে গুটিয়ে নেওয়া তার সংবেদনশীল মানসিক বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ। তাই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা যায়, শারীরিক প্রতিবন্ধিতা কখনোই মানবিক অনুভূতি প্রকাশের অন্তরায় নয়। বরং উপযুক্ত পরিবেশ পেলে তারাও মনুষ্যবোধে জাগ্রত হতে পারে।